লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in /
lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ০৫ ● ১লা জুন ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় উদ্যোগী হচ্ছে কেন্দ্র

বার্তা প্রতিনিধি: শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ১৭ই মে নয়াদিল্লীতে ৪৫ তম শ্রমিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই তহবিলের মাধ্যমে সারা ভারতের শ্রমিকদের একটি ন্যূনতম বেতন কাঠামো ঠিক করার পাশাপাশি কর্মচারী পেনশন প্রকল্পের অধীনে মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে। যে দশ দফা দাবি নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলো ধর্মঘট ডেকেছিল তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের খুব একটা দ্বিমত নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব এড়াতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার যে সমস্ত দাবি দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো তুলেছে তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি কতটা ভালভাবে পূরণ করা যায় সে ব্যাপারে মতানৈক্য থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও সরকার এ ব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে দু'দিনের শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি পূরণ সহ অন্যান্য কাজে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠীও গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় স্তরে একটি বিধিবদ্ধ ন্যূনতম বেতন চালুর জন্য ১৯৪৮ সালের 'ন্যূনতম বেতন আইন' (মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট) সংশোধনগুলোতে ইতিমধ্যেই মন্ত্রীসভার সম্মতি মিলছে।
কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সরকার ন্যাশানাল রূরাল লাইভলিহুড মিশনের (এন আর এল এম) মত বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। গ্রামে একশ' দিনের কাজের প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকদের কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা যেমন কমেছে তেমনি গ্রামের পরিবারগুলোর ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে উল্লেখ করেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পে মহিলাদের যোগদান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বর্তমানে দেশের ৪৪.৩২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ৩০.২১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত।

অল্প কথায়

ভোটের দামামা

বার্তা প্রতিনিধি: অবশেষে বহু প্রত্যাশিত পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে গেল। পঞ্চায়েত ভোট অনুষ্ঠিত হবে তিন দফায়- ২, ৬ এবং ৯ জুলাই। প্রথম দফায় ভোট হবে পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলায়। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম জেলায়। তৃতীয় দফায় ভোট হবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ করা হবে ১৩ জুলাই।

চিকিৎসক ভাতা

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত আংশিক সময়ের হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের সাম্মানিক বর্তমান বছরের ১লা মে থেকে পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে ষোল হাজার টাকা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত কম্পাউন্ডারদের সাম্মানিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আট হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে ৯৭৫ জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, ১৭৫ জন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও ৬০০ কম্পাউন্ডার উপকৃত হবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা রাখার সময়সীমাও ৪ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ৬ ঘন্টা করা হয়েছে।

অনগ্রসর কমিটি

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যগুলি ঠিক কতটা পিছিয়ে আছে তা নির্ধারণ করতে ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রঘুরাম রাজনের প্রতিনিধিত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের এলাকা, জনঘনত্ব এবং কতটা জায়গা আন্তর্জাতিক সীমারেখার ধারে আছে তার উপর ভিত্তি করে অনগ্রসরতা নির্ণয় করা হবে।

১৭০০ কোটি

বার্তা প্রতিনিধি: ১০০ দিনের কাজে রাজ্যকে ১৭০০ কোটি টাকা দিল কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে ২০১২-১৩ সালে কাজের অবেদনকারীদের গড়ে ৪৩ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা ঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুত সহ গ্রামের উন্নয়নের পরিকাঠামো প্রভৃতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন রাজ্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করছে কেন্দ্র

বার্তা প্রতিনিধি: দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ সবল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর জোর দিতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। এর উদ্দেশ্য হল, অল্প বয়স থেকে স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়ে সুস্থ সবল নাগরিক গড়ে তোলা। আগামী ১৫ অক্টোবর 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস'কে সামনে রেখে রাজ্যের সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এস এস কে), মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (এম এস কে), সমস্ত প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলে মিড ডে মিল খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া বাধ্যতামূলক করছে কেন্দ্র। এই নতুন প্রকল্পটির নাম দেওয়া হচ্ছে 'হ্যান্ড ওয়াশ অভিযান'। কেন্দ্রের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ থেকে স্কুল শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় 'হান্ড ওয়াশ অভিযান' রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, রাজ্যে প্রায় ৮২ হাজার শিক্ষা

এরপর দু'য়ের পাতায়

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

ফাল্গুনী মাহাতো: আমরা প্রায়শই মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা শুনি। মহিলাদের অধিকার নিয়ে সেমিনার, সভা সমিতি তো আছেই। কিন্তু গোটা প্রচারটাই মূলত: শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের মহিলারা মাথাকুটে মরলেও নিরপেক্ষ বিচার পায় না। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডুমুরডি গ্রামের মল্লিকা মাহাতো এমনই একজন মহিলা যাকে নিজের এবং মেয়ের খোরপোষ আদায়ের জন্য ১০ বছর ধরে আদালতের দরজায় মাথা কুটে মরতে হচ্ছে। আজ থেকে ৯ বছর আগে তিনি ও তার ১৪ বছরের মেয়ে অষ্টমী মাহাতোর ভরনপোষণ এবং মেয়ের পড়ার সম্পূর্ণ খরচ দেওয়ার জন্য আদালত তার স্বামী মঙ্গল মাহাতোকে নির্দেশ দিলেও মঙ্গল মাহাতো আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অদ্যাবধি একটাকাও দেননি। বাপের বাড়ীতে মেয়েকে নিয়ে থাকলেও খাওয়া এবং পড়াশোনার খরচ চালানো এই গরীব পরিবারের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডুমুরডি, বরুয়াডি, কাঁঠালী, সীমাঢ্যার ও সিমনী গ্রামের ন'টি স্বনির্ভর দলের ৭০ জন মহিলা মল্লিকা মাহাতোর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। সম্প্রতি সবাই দলবদ্ধভাবে কোটশিলা থানায় মঙ্গল মাহাতোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গেলে থানা অভিযোগ নেয়নি। যেহেতু আগেই আদালতে মামলা হয়েছে তাই পুনরায় আদালতে যেতে হবে নতুবা পারিবারিকভাবে মীমাংসা করতে

এরপর দু'য়ের পাতায়

নজির গড়ল জেলা আদালত

বার্তা প্রতিনিধি: ২৪ দিনে মামলার রায় ও ধর্ষকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে এল মালদহ জেলা আদালত। নয়াদিল্লীতে ধর্ষণকান্ডের পর সদ্য পাশ হওয়া ধর্ষণ বিরোধী আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থানা থেকে অভিযোগ জমা পড়ার ২৪ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করে রেকর্ড করল মালদহ জেলা আদালত। নতুন আইনে গোটা দেশে এটাই প্রথম সাজা বলে দাবি করেছেন সরকার পক্ষের অইনজীবী তীর্থ বসু। ধর্ষণ, ভয় দেখানো এবং শিশু সুরক্ষায় বিঘ্নিত করা সহ সাতটি ধারায় বিভূতিভূষণের সাজা হয়েছে। যাবজ্জীবন ছাড়াও ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, মালদহ জেলার বামনগোলা থানার বারোমাইল গ্রামে দশ বছরের এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পরিণতিতে স্থানীয় মুদি দোকানের মালিক বিভূতিভূষণ রায়ের এই কঠোর সাজা হল।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

সুষ্ঠু নির্বাচনই কাম্য

সরকার কমিশন চাপান-উতোর, আইনি জটিলতার পরিধি ছাড়িয়ে অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের অনিশ্চয়তা কাটলেও একটা 'কিন্তু', 'কিন্তু' ভাব অনেকের মনে ঘোরাফেরা করছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বাহিনী বা ভিন রাজ্যের পুলিশ যোগান দিতে পাববে তো? যদি দিতে না পারে তাহলে নির্বাচন কমিশন আবার আইনের আশ্রয় নেবে না তো? অনেক তর্ক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমত: এটি মূলত: গ্রামভিত্তিক নির্বাচন। রাজ্যে এমন অনেক প্রত্যন্ত গ্রাম রয়েছে যেগুলি জেলা সদর বা মহকুমা শহর থেকে অনেক দূরে। আগে থেকে পুলিশ প্রশাসনকে এই সমস্ত গ্রামগুলিতে সক্রিয় না রাখলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও দূরত্বের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে অনেক সময় লেগে যায়। দ্বিতীয়ত: এই নির্বাচনে কয়েক লক্ষ প্রার্থীর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরে অবস্থা এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে যে, লুঠপাট , অগ্নিসংযোগ, রাজনৈতিক হত্যার মত অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটতে থাকে। এর ফলে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আইনের শাসন বজায় রাখা দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ কথা সত্য যে, যে কোন নির্বাচনেই মনোনায়ন পত্র জমার দিন থেকে ফল বেরোনোর পরেও কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক উত্তেজনা যথেষ্ট পরিমাণে বজায় থাকে। এই সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী ফল প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জনজীবন রক্ষায় কমিশনের তেমন কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। তখন যা ঘটবে সেটা সরকার ও প্রশাসনের দায়বদ্ধতার মধ্যেই পড়ে।

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এখানে ভোট দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। তাই জনস্বার্থে যে কোন নির্বাচনই রাজনৈতিক সন্ত্রাসমুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। এর জন্য প্রয়োজন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সমন্বিত একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো যার উপর প্রথম থেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হলে, গ্রামবাসীদের ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং তা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে জন-নিরাপত্তার বিষয়টি যেভাবে প্রথম থেকেই অবহেলিত হচ্ছে তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন প্রভৃতি যেন গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কলুষিত না করে সে ব্যাপারে যেমন নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা রয়েছে তেমনি সরকারের কাছেও এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখার এক বড় চ্যালেঞ্জ।

ডেঙ্গু মশারি

বার্তা প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় অনুদান না আসায় থমকে গেল জঙ্গল মহলে 'মশা নিরোধক রাসায়নিক যুক্ত মশারি' বিলির কাজ। অথচ জঙ্গল মহলের অধিকাংশ এলাকাই মশার আঁতুড় ঘর এবং এখান থেকেই অতি সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মত প্রাণঘাতী রোগ।

২০০৯ সালের বর্ধমান ও বীরভূম জেলার ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় এই বিশেষ মশারি দেওয়ার কাজ শুরু হয়। দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষরাই বিনামূল্যে এই মশারি পেতেন। ২০১০ ও ২০১১ সালের মোট পাঁচটি জেলায় দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষদের মধ্যে এই বিশেষ ধরনের মশারি বিলি করা হয়। ন্যাশানাল রুরাল হেলথ্ মিশনের (এন আর এইচ এম) আর্থিক অনুদান থেকে এই মশারি কেনা হয়েছিল। এই রাসায়নিক যুক্ত মশারির কার্যকাল পাঁচ বছর। ২০০৯, ২০১০ সালে দেওয়া মশারিগুলি এখন প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। সেখানে এখন আবার নতুন মশারি বিলি করা প্রয়োজন। চলতি বছরে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি জেলাকে মশারি বিতরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্কুল ছুট শিশু : ওয়েবেন সমীক্ষা

বার্তা প্রতিনিধি: ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সারা দেশে বিনা ব্যয়ে 'শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯' কার্যকর করা হয়েছে। এই আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে ২০১২ সালের ১৬ই মার্চ। বিগত দু'বছর ধরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন) শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে জেলায় জেলায় প্রচার কর্মসূচি চালাতে গিয়ে বহু স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পেয়েছে।

গত বছর নেটওয়ার্ক শিক্ষা অধিকার প্রয়োগ অভিযান, ২০১২ কর্মসূচি নিয়ে জেলায় জেলায় প্রচার চালানোকালীন ৯টি জেলার ৬০ টি ব্লকের অন্তর্গত ১২৯ টি গ্রামে ১২১০ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পেয়েছিল। স্কুল ছুটদের স্কুলে ফেরানোর কথা মাথায় রেখে গ্রাম স্তরে শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে আলোচনা, অভিভাবকদের সাথে সভা, পথসভা, প্রচারপত্র বিলি করা, দেওয়ালে পোষ্টার সাঁটানো, স্কুল ছুট শিশুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি ছিল এই কর্মসূচির অন্তর্গত।

এ বছরও গ্রাম স্তরে প্রচারের সময় বহু স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর দিনাজপুর জেলার ৪ টি ব্লক- রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও করণদিঘি ব্লকের মোট ৪১ টি গ্রামে প্রচারের সময় ২৪ টি গ্রামে ১৯০ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ১৭ টি গ্রামে কোন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। হুগলী জেলার ২ টি ব্লক - চন্ডীতলা-১ ও চন্ডীতলা-২ এ প্রচারের সময় ৩৩ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। ৩৩ জন শিশুর মধ্যে ২৩ জনের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং ১০ জন শিশুর বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচাই সত্যিকারের বেঁচে থাকা

জয়দেব রায়: বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যা দূর করে তাদেরকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে সহায়তার ব্যাপারে সমাজের নানা স্তরের ব্যক্তি এবং সংস্থার কাছে আবেদন জানালো 'হেল্পেজ ইন্ডিয়া' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সম্প্রতি টালিগঞ্জ হোমসে হোমের বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে 'হেল্পেজ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটিকে মূলত: সচেতনতা সভা আখ্যা দিয়ে 'হেল্পেজ ইন্ডিয়া'র দোলন কুমার বলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনযাত্রার বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি, জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত না থাকা, দু:সহ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে উপস্থিত সকলকে সচেতন করে তিনি মর্যাদার সঙ্গে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাতে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাতে পারেন সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে সকলকে আহ্বান জানান।

এই আলোচনা সভার পরিচালক ড: মানব সেন বলেন, বয়স্ক মানুষদের সমস্যাগুলি এতই জটিল এবং বহুমাত্রিক যে, সর্বস্তরের নাগরিকদের এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। বয়স্ক মানুষরা যাতে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারেন তার জন্য কিশোর, যুবক এবং সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। তিনি জানান, সমগ্র জনসংখ্যার দশ শতাংশ বয়স্ক নাগরিকের পর্যায়ে পড়েন। এর মধ্যে আবার যাদের বয়স ৮০ বছরের উর্দ্ধে তাদের অবস্থা আরও করুণ। পূর্বেকার যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পারিবারিক সহায়তা এবং আপনজনের সাহচর্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব বাচ্চাদের উপরও পড়ছে। দাদু দিদিমার স্নেহ এবং তাদের কাছে বসে 'ঠাকুরমার ঝুলির'র গল্প শোনা থেকে বাচ্চারা বঞ্চিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। আমাদের দেশের দুর্বল সামাজিক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দু:খ দুর্দশার জন্য অনেকখানি দায়ী। বর্তমানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যে কয়েকটি সরকারি পরিষেবা রয়েছে তা যাতে তারা গ্রহণ করতে পারেন সে ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানান।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে হাসপাতালে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত শয্যার ব্যবস্থা রাখা, বহির্বিভাগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাধারণ চিকিৎসার জন্য জেরেন্টিক সেন্টার রাখা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়াও বয়স্ক মানুষদের জন্য যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা রয়েছে সেগুলি তাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। টালিগঞ্জ হোমসের আবাসিকদের মধ্যে অনেকের ভোটার কার্ড না থাকাটাও একটি বড় সমস্যা। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

টালিগঞ্জ হোমসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিভিন্ন হাসপাতালে এবং সংস্থার সহযোগিতায় কিভাবে হোম পরিচালনা করছেন তার বিবরণ দেন এবং আগামী দিনে হোম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা

প্রতিষ্ঠানে মিড ডে মিল চালু রয়েছে।

এধরনের প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রত্যেক স্কুলে টিউবওয়েল থাকার প্রশ্নটি এসে পড়ে। কারণ জল না থাকলে হাত ধোয়া যাবে কি করে? এদিকে এক সরকারি হিসেবে দেখা যায়, গত ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত পানীয় জল না থাকা স্কুলের সংখ্যা ১৯০০। এই সমস্ত স্কুলে 'হ্যান্ড ওয়াশ অভিযান' চালুর আগেই পানীয় জলের উৎস চালু করতে হবে। কেন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের হাত ধোয়ার এই ব্যবস্থা করার জন্য ৫৮৭০ টাকা খরচ করা হবে। রাজ্যের যে ৮২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রকল্প চালু করা হবে তার মধ্যে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে ৫১,১৯১, জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে ১২,৩৫৩, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ১৬,০৯৪, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের (এম এস কে) সংখ্যা ১৯১১।

প্রথম পাতার পর

নীরবে কাঁদে

হবে বলে থানা থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। মহিলারা প্রথমে ডুমুরডি গ্রামে মঙ্গল মাহাতোর বাড়ী গিয়ে তাকে বুঝিয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহিলাদের আসার খবর শুনেই মঙ্গল মাহাতো বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। মহিলারা দু'ঘন্টা মঙ্গলের বাড়ীতে বসে ধর্ণা দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, মঙ্গল বাড়ী ঢুকলেই মহিলারা তাকে পাকড়াও করবে। দু'ঘন্টা অপেক্ষা করার পরও মঙ্গল মাহাতো না আসায় মহিলারা বাড়ী চলে যান। আবার কিছুদিন তারা মঙ্গল মাহাতোকে পাকড়াও করে দাবী আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু মঙ্গল মাহাতোকে কোনভাবে রাজী করাতে না পারায় তারা এবার জেলা আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নারী ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর এবং মহিলা কমিশনে বিষয়টি জানিয়ে দলের মহিলারা এবার মঙ্গলের স্বেচ্ছাচারিতার একটা বিহিত করতে চান।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা

শুরুর কথা:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা পরিবার বা সমাজবিচ্ছিন্ন নন, তাঁরা সমাজের অংশ। ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি গৃহীত হয়। ২০০৭ সালের ৩০ মার্চ ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই দিন ভারত সহ ৮১টি সদস্য রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে। চুক্তিটিতে সকল মানুষের প্রতি সমান মর্যাদা এবং মূল্য বা গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যদিও ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইন ১৯৯৫' এবং ১৯৯৯ সালে 'ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট' চালু হয় এবং প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর দিনটি 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

প্রতিবন্ধকতা:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫-এর ২নং ধারা অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধকতা' বলতে বোঝায়- ক) দৃষ্টিহীন, খ) ক্ষীণদৃষ্টি, গ) নিরাময় হওয়া কুষ্ঠ, ঘ) শ্রবণ দৌর্বল্য, ঙ) চলৎশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতা, চ) মানসিক অনগ্রসরতা, এবং ছ) মানসিক অসুস্থতা। অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বলতে একজন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক যে কর্মক্ষমতা, তার থেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির কোনও একটা ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা কম হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে ফাংশন্যাল ডেফিসিয়েন্সি। তার ওপর ভিত্তি করেই কোনও ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কিনা, তা বিচার করা হয়।

একজন ব্যক্তির হাত যদি ভেঙে যায়, তবে তিনি লিখতে পারবেন না, এটা অস্থায়ী। কিন্তু যখন তা সেরে যাবে, তখন তিনি আবার আগের মতোই লিখতে পারবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবেই কর্মক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই ধরনের ক্ষেত্রগুলিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বলা যায়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানে এই নয় যে, একেবারে পুরোপুরি কর্মহীন হয়ে পড়লেন, আর কিছুই তিনি করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে একটা ডিগ্রি/মাত্রা আছে, তার ওপর ভিত্তি করে বোঝা যায়, কাকে অত্যন্ত কম মাত্রার বা কাকে মাঝারি বা মডারেট বলা যাবে এবং যার প্রতিবন্ধকতা অনেকটাই বেশি তখন ওই ব্যক্তিকে প্রোফাউন্ড বলা হয়। অর্থাৎ এক কথায় সরকারি মাত্রায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ বলা যায়। সরকারি মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী ৪০ শতাংশ ও তার বেশি অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বলা হয়ে থাকে।

রাজ্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের চিত্র:

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪৭ হাজারের কিছু বেশি। ভারতে মোট জনসংখ্যার ২.১৩ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একটু বেশি। শতাংশের হারে এই পরিমাণ ২.৩। ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার প্রণীত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ আইনে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত সংজ্ঞা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেই আইনে বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জনগণনার সময়, যাঁরা কথা বলতে পারেন না, তাদেরও ওই সমীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিবন্ধকতার আইনানুযায়ী যাঁরা কথা বলতে পারেন না, তাঁদেরকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ বলা যাবে না। কারণ যাঁরা কানে শুনতে পান না, তাঁরাই কথা বলতে পারেন না, এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ যতটুকু পড়ে শেখে তার চেয়ে বেশি শুনে শেখে। ছোটবেলা থেকেই অনেক কথা শোনে বলেই শব্দভান্ডার (স্টক অফ ওয়ার্ড) অনেক বেশি হয়। ২০০১-এর জনগণনার তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এই ২.৩ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত জনসংখ্যার ১.০৮ শতাংশ মানুষ চোখে দেখতে পান না। কিছুটা যেন অবাস্তব ঠেকে। এই গণনা অনুযায়ী মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের হার হল ১.০৮ শতাংশ, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ০.১৬ শতাংশ, যারা হাঁটাচলা করতে পারে না তারা ০.৫১ শতাংশ এবং মানসিক দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে তাদের হার ০.৩৪ শতাংশ।

প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট:

সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কোথাও কোনও পয়সা দিতে হয় না। এমনকি স্বাস্থ্যবিভাগ যে আদেশনামা বার করেছে, সেখানে বলাই আছে, কোথাও কোনও পয়সা নেওয়া যাবে না। মহকুমা হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল সহ কলকাতার চারটি হাসপাতালে, যেখানে মেডিক্যাল বোর্ড বসে, সেখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (যেখানে যেমন প্রযোজ্য)-কে উদ্দেশ্য করে একটি দরখাস্ত করতে হয়। দরখাস্তের সঙ্গে আবেদনকারীর বসবাসের প্রমাণপত্র দিতে হয়। রেশন কার্ড অথবা ভোটার পরিচয়পত্রের ফোটোকপি দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হয়। শিশুর ক্ষেত্রে রেশন কার্ড না থাকলে বাবা বা মায়ের যে কোনও প্রমাণপত্র যেমন, পাসপোর্ট, ব্যাংকের পাস বাই-এর ফোটোকপি দেওয়া প্রয়োজন (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আদেশনামা নং HF/O/PHP/363/6M-06/2004, DT-01/06/2004)- । এর সঙ্গে তিন কপি ছবি (রঙিন বা সাদাকালো) হাসপাতালে জমা দিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে হাসপাতালে বোর্ড বসে এবং আবেদনকারীকে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

মেডিক্যাল বোর্ড ও প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ:

মহকুমা স্তরে এবং জেলা স্তরে হাসপাতাল ছাড়াও কলকাতার চারটি হাসপাতালে নিয়মিত বোর্ড বসে। কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অনুসারে এই বোর্ড বসে। যেমন, ১-৩৫ নং ওয়ার্ড (সাউথ দমদম পৌরসভা), আর.জি.কর, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে, ৩৬-৭১ (৫৫ ও ৬৯ নং ওয়ার্ড ছাড়া) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে, ৭২-১০৬ ও ৫৫ নং ওয়ার্ড এন.আর.এস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে এবং ১০৭-১৪১ ও ৬৯ নং ওয়ার্ড কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের আওতায় পড়ে। এই বোর্ড প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। জেলার ক্ষেত্রে মহকুমা হাসপাতালগুলি শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটির (শারীরিক প্রতিবন্ধী) সার্টিফিকেট দিতে পারে। কোনও মানসিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট সেখান থেকে দেওয়া হয় না। মানসিক অসুস্থতা বিচার করতে হলে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে এই সুবিধা না থাকার জন্য মানসিক প্রতিবন্ধকতা সার্টিফিকেট সব সময় পাওয়া যায় না। তাই মানসিক অসুস্থতাযুক্ত ব্যক্তি সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করবেন জেলা হাসপাতাল অথবা কলকাতার ওই চারটি হাসপাতালে। প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর প্রতিটি ব্লকে বছরে অন্তত একটি বিশেষ শনাক্তকরণ ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আদেশনামা নং HF/O/PHP/326/(22)/6M-06/2004, dt-19/05/2004)।

মানসিক অসুস্থতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা:

মানসিকভাবে যাঁরা অসুস্থ হয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তার জন্য প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সরকারি হাসপাতালে অন্তত একটানা ২ বছর চিকিৎসা হওয়ার পরও যদি অসুস্থ থাকেন এবং মেডিক্যাল বোর্ড যদি ওই ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট দেয় তবেই তিনি প্রতিবন্ধী হিসাবে গণ্য হবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর যে আদেশনামা প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে যদি কোনও ব্যক্তি একটানা দু'বছর মানসিক রোগের জন্য চিকিৎসিত না হন, তাহলে তাঁর সার্টিফিকেটের বিষয়ে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। বেসরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করালেও তিনি ওই সুযোগ পাবেন না, যতক্ষণ না তিনি দু'বছর যাবৎ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন। মানসিক দিক থেকে যাঁরা অসুস্থ তাঁদের মূল্যায়ন করার জন্য ২০০২ সালে ভারত সরকার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। সেই অনুযায়ী দু'বছর পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির স্কোর শূন্য। এখানে বলা হয়েছে যিনি নিজের কাজ করছেন তাঁর জন্য একটা স্কোর, আবার অন্যের কথায় কাজ করছেন তাঁর আলাদা একটা স্কোর। মতবিনিময় সামাজিক আচার-আচারণ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় এখানে ধরা হয়। দু'বছরের বেশি দিন ধরে মানসিক অসুস্থতা থাকলে এই স্কোর বাড়তে পারে। দু'বছরের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপ মূল্যায়ন করে, পরে সেই স্কোরগুলিকে এক জায়গায় করে তবেই হিসাব করা হয়, তিনি কী ধরনের মানসিক অসুস্থতার মধ্যে রয়েছেন।

কলকাতার ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতার বুদ্ধাঙ্ক পরিমাপ হবে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে-১) ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি/অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯২, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯। ২) কলকাতা পাভলভ হাসপাতাল, ১৮, গোবরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭। ৩) ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি ৭, ডি.এল খান রোড, কলকাতা-৭০০০২০।

সার্টিফিকেটের পুনর্নবীকরণ:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট ও পরিচয়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে। কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার অফিস এই সার্টিফিকেট দেয় এবং জেলার ক্ষেত্রে ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক ওই কার্ডটি দিয়ে থাকেন। এই কার্ড দশ বছর পর পর নবীকরণযোগ্য তবে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণযোগ্য নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, শ্রবণ ক্ষমতা কমতে পারে, আবার বাড়তেও পারে। ফলে ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন এর পুনর্মূল্যায়ন দরকার, তাহলে মেডিক্যাল বোর্ড লিখে দেবে যে কতদিন পরে সার্টিফিকেটের নবীকরণ প্রয়োজন। পুনর্নবীকরণের উদ্দেশ্য হল, যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি কার্ড নিয়েছেন, তিনি বেঁচে আছেন কিনা তা জানা। পেনশনের ক্ষেত্রে যেমন লাইফ সার্টিফিকেট দিতে হয়, তেমনি সরকারের কাছ থেকে যে মানুষটি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তার এবং সরকারের মধ্যে যোগাযোগের জন্যই পুনর্নবীকরণ আবশ্যিক।

বুঝে নিতে হবে:

প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। ডাক্তারবাবুরা সার্টিফিকেটে প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ (শতাংশ) ও প্রতিবন্ধকতার ধরনের বিষয়টি লেখেন। সার্টিফিকেটে শুধুমাত্র অসুখের নাম থাকলে রেলে ছাড় দেওয়ার সময় রেলকর্মী অসুখের নাম দেখে প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি না-ও বুঝে উঠতে পারেন। তেমনি মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে আইকিউ -এর লেভেলের পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতার শতাংশও লিখতে হবে। কারণ সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ বা শতাংশের ওপর নির্ভরশীল। আইন মোতাবেক ৪০ বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা যদি কারও না থাকে, তাহলে তিনি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হন না। সারা পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের সম্মতিতে ২০০৩-এ একটি প্রোফর্মা চালু করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি যখন সার্টিফিকেট নিতে যাচ্ছেন তাঁকে দেখে নিতে হবে যে ওই বিষয়গুলি ঠিকমতো লেখা আছে কিনা।

সার্টিফিকেটে প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট না হলে:

একজন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি কোনও মেডিক্যাল বোর্ড থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার পর প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ দেখে অখুশি হলেন। হয়তো ওই ব্যক্তির পাওয়ার কথা ছিল ৮০ শতাংশ, কিন্তু তিনি তাঁর থেকে কম পেয়েছেন। আইনেই বলা আছে ওই ব্যক্তি বোর্ডের কাছে আবার দরখাস্ত করবেন পুনর্বিবেচনার জন্য। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও হাসপাতালে কিন্তু আবেদন করা যাবে না। যে মেডিক্যাল বোর্ডে তিনি প্রথমে দরখাস্ত করেছিলেন সেখানেই তাঁকে অভিযোগ জানাতে হবে। এর পরেও যদি তার অভিযোগের নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে অ্যাপিলেট মেডিক্যাল বোর্ডে আবেদন করা যাবে। সেখানে একজন রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জাজ

এরপর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর...

প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা

এবং তার ওপরের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন জুডিসিয়াল অফিসার, চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। ইএনটি-র ডাক্তার, অর্থোপেডিক ডাক্তার এই মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য। আবেদনকারী সরাসরি-চেয়ারম্যান, মেডিক্যাল অ্যাপিলেট বোর্ড, প্রযত্নে-কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা), ৪৫ নং গনেশ অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩ এই ঠিকানায় দরখাস্ত করতে পারেন। সেখানে সাদা কাগজে আবেদনের সঙ্গে পাওয়া সার্টিফিকেটের কপি দিতে হবে। আবেদনের ভিত্তিতে বিচার করে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়।

সমন্বিত শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশন:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে-মেয়ে এবং সাধারণ ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করাটাই সমন্বিত শিক্ষা। সরকারি নীতি অনুযায়ী কোনও শিশুকেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কথা নয়। সেজন্য প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে-মেয়ে যাতে সমানভাবে পড়াশোনার আঙিনায় আসতে পারে তার জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মানসিক দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য প্রথাগত স্কুলের পাশাপাশি বিশেষ স্কুল করা প্রয়োজন। কারণ বিশেষ স্কুল ছাড়া তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে পড়াশোনা করানো সম্ভব হবে না এবং যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদেরকে পড়াবেন তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ ট্রেনিং প্রয়োজন। সমন্বিত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ছেলে বা মেয়েকে শুধু স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া নয়, স্কুলের পরিবেশটিকেও উপযুক্ত করে তোলা দরকার। অর্থাৎ সেই স্কুল বাড়িটিতে যাতে র‍্যাম্প থাকে, হুইল চেয়ারের মাধ্যমে যাতে সহজেই চলাফেরা করা যায় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার। একটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে বা মেয়ে যেহেতু সমাজের বাইরে নয়, অন্য সবার মতোই তারও পড়াশোনার অধিকার আছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা:

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত [বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তরের আদেশনামা নং-৮৬৪-এস.এফ(প্রাই), তাং-১২/০৮/১৯৯৯ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আদেশনামা নং-৫৯৮-ই.ডি.এন.(এ), তাং-০৪/১২/১৯৯৮]। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) ৪৫, গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০১৩, যোগাযোগ করা যেতে পারে [নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আদেশনামা নং-৬০৬০-এস.ডব্লু/আই-ডি-৩৯/০৭ তাং-০৯/০৮/২০১০]। নবম শ্রেণী ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর থেকে স্কলারশিপ পাওয়া যেতে পারে [জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আদেশনামা নং-৯০৬-ই.ডি.এন (এম.ই.ই) তাং-২৬/১০/১৯৯৪]। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় দপ্তর থেকেও প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে জেলার ক্ষেত্রে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নিম্নাঙ্গের চলৎশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির ৪০-৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা থাকলে ডাক্তারি পাঠক্রমে ভর্তি হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধাও পাওয়া যেতে পারে। দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় পেতে পারেন [ইউ.পি.এস.সি নং-এফ ২০/০১/৯৯-ই ১৯ (বি) তাং-২১/০২/২০০০]।

দৃষ্টিহীন ও ক্ষীণদৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শ্রুতিলেখকের সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের ৩১ নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতেও, এই সুযোগ পাওয়া যায়। আইনে বলা আছে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের তরফ থেকে কোনওরকম অনুদান পায়, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা তারা দিতে বাধ্য। যদি কোনও স্কুল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের নিতে না চায়, সেক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা:

ক) কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সহায়ক সামগ্রী ক্রাচ, হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল, হারমোনিয়াম, সেলাই মেশিন, কানে শোনার যন্ত্র ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে পাওয়া যায়।

খ) পুনর্বাসনের অযোগ্য প্রতিবন্ধীদের অক্ষম ভাতা বাবদ মাসিক ৭৫০ টাকা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। (জেলার জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা প্রাপকের সংখ্যায় সাপেক্ষে)। জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

গ) গৃহহীন বা সহায় সম্বলহীন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সরকারি অনুদান। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় স্বল্পকালীন/দীর্ঘকালীন আবাসের ব্যবস্থাও আছে।

ঘ) ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের, যাদের পারিবারিক বাৎসরিক আয় অনধিক ৮০,০০০ টাকা (গ্রামীণ) ও ১,০০,০০০ টাকা (শহর), বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ দেয়। বিস্তারিত বিবরণ, ফর্ম ইত্যাদি জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক তথা জেলা প্রবন্ধক, ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড, ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন/ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর থেকে পাওয়া যাবে।

সব ক্ষেত্রে ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে সুদের হারে ১ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায়। কলকাতার ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা-পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১।

ঙ) সমস্ত দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচিতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর দল/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনি অভিভাবক/আইনি অভিভাবকদের স্বনির্ভর দল ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।

চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫- এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩ শতাংশ পদ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এর মধ্যে ১ শতাংশ চলৎশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত (অর্থোপেডিক), ১ শতাংশ দৃষ্টিহীন বা ক্ষীণদৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত এবং ১ শতাংশ শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে [শ্রম দপ্তরের আদেশনামা নং-৫০০ (১০০) ই.এম.পি. তাং - ১৬/০৪/১৯৯৯]। সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়মের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট তালিকায় ১২তম, ৪২তম এবং ৭২তম পদগুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত [শ্রম দপ্তরের আদেশনামা নং-২৪০-ই.এম.পি. তাং - ০২/০৮/২০০১]। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি সরকারি চাকরিতে ঊর্ধ্বতম ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেন [অর্থ দপ্তরের আদেশনামা নং-১০৫১৭-এপ (অডিট বিভাগ)]। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি স্টাফ সিলেকশন কমিশন ও ইউ.পি.এস.সি পরিচালিত (খ) ও (গ) বিভাগের কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় বসার আবেদন এবং পরীক্ষা মাশুল ছাড় পাওয়ার অধিকারী [আদেশনামা নং-৩৯০ তাং- ২২/০১/৮৫ ই.এস.টি.টি (বি), তাং -০৩/১২/১৯৮৫]। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি ছাড়া পরীক্ষা দেওয়ার আদেশ জারি করেছেন।

যে সমস্ত নিয়োগকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে তাদের কর্মীদের মধ্যে ৫ শতাংশ বা তার বেশি পদে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছেন তাদের, সরকারি ও স্থানীয় শাসনের কর্তৃপক্ষকে, আর্থিক ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে উৎসাহিত করার কথা আইনের ৪১ নং ধারায় বলা আছে।

কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধকতার শিকার:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫-এর ৪৭(১) নং ধারায় উল্লেখ আছে, যদি কোনও ব্যক্তি চাকরি করতে করতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন, তাহলে তাকে চাকরি থেকে সরানো যাবে না বা তার পদমর্যাদা হ্রাস করা যাবে না। ওই ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতার কারণে কোনও পদোন্নতি থেকে যেমন তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। [প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫, ধারা ৪৮(২)], তেমনি নীচের পদেও নামানো যাবে না। ওই ব্যক্তি যা যা সুবিধা পাচ্ছিলেন সমস্তই তাকে রাখতে দিতে হবে। যদি এরকম অবস্থা হয় যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে রেখে তার জায়গায় অন্য কাউকেও দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করেও তাকে সেখানে রাখতে হবে।

চলৎশক্তি ও দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা আছে এমন রাজ্য সরকারি কর্মীদের মূল বেতনের ৫ শতাংশ বা ঊর্ধ্বতম ৪০০ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা বাবদ পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারি কর্মী নিজেরা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বা তাদের ওপর নির্ভরশীল সন্তান/সন্ততিরা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হলে তারা সুবিধাজনক স্থানে বদলি হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। সরকারি কর্মচারীর ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সন্তান/সন্ততি যদি কোনওরকমে জীবনযাপনের উপযোগী আয় করতে সক্ষম না হন, তারা আজীবন অর্থনৈতিক পারিবারিক পেনশন পেতে পারেন।

পরিবহন ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা:

রাজ্যের সমস্ত স্বল্প পাল্লার সরকারি বাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়া যে সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়তা ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না, তাদের সহায়করাও বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়া প্রতিটি বাসেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে গেলে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিটির কাছে নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ প্রদত্ত প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র থাকা আবশ্যক।

রেল ভ্রমণের ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত ১০০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি অথবা যিনি সহকারী ছাড়া চলাচল করতে পারেন না, অথবা ১০০ শতাংশ শ্রবণ প্রতিবন্ধী, ১০০ শতাংশ দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধী, ০-৪৯ বুদ্ধ্যাঙ্কযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সহায়কেরা রেল ভ্রমণের ক্ষেত্রে (দূরপাল্লা) ছাড় পেতে পারেন। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ স্টেশন মাস্টার বা কমার্শিয়াল ম্যানেজার (প্যাসেঞ্জার সার্ভিস)-এর কাছে পাওয়া যেতে পারে। অসুবিধা হলে স্টেশন ম্যানেজারকে বলতে হবে।

বিমানে চড়ার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা ৫০ শতাংশ বিমান ভাড়ায় ছাড় পেতে পারেন। ৮০ শতাংশ বা তার অধিক চলৎশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ছাড় পেতে পারেন।

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প:

২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। [আদেশনামা নং-২১০০/পিএন/পি/II/তিন-এফ-নয়/২০০৬ (পার্ট-ন) তাং১৪/০৫/২০০৯]। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক গুরুতর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি (৮০ শতাংশ বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা) অথবা বহুমাত্রিক/একাধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত (প্রতি ধরনের প্রতিবন্ধকতা অন্তত ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অর্থাৎ মোট প্রতিবন্ধকতা ৮০ বা তার বেশি) ব্যক্তিদের মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান। এই প্রকল্পটির কোনও নির্দিষ্ট কোটা নেই, প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে যত জন পাওয়ার যোগ্য সকলকেই এই ভাতা দেওয়া যাবে। এই ভাতা পাওয়া এখন অধিকার [আদেশনামা নং-২১০০/পিএন/পি/II/তিন-এফ-নয়/২০০৬ (পার্ট ১) তাং-২৪/০৫/২০০৯]।

এক্ষেত্রে উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতি হল:

- গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমিতি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ১৮ বছর থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের নামের গ্রাম সংসদ ভিত্তিক তালিকা নির্দিষ্ট ছকে প্রস্তুত করে গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠাবে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীগণ গ্রাম সংসদ স্তরে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গুরুতর/বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করবেন। চিহ্নিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ছকে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি সংগ্রহ করবেন। এই আবেদনপত্রসহ তালিকাভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুতর/বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাম

শেষাংশ ছয়ের পাতায়

সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে মহিলাদের উন্নতি হচ্ছে সাক্ষরতায়

বার্তা প্রতিনিধি: সাক্ষরতার জাতীয় হারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। মহিলা সাক্ষরতার হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে। গত এক দশকে সব চেয়ে বেশি সাক্ষরতার হার বেড়েছে মুর্শিদাবাদে, ১২.৩ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে মালদা ও উত্তর দিনাজপুর। কোলকাতায় সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ৫.৪ শতাংশ।

২০১১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় মানুষের কাজ কমেছে। রাজ্যে গত এক দশকে বছরে টানা ৬ মাসেরও কম কাজ করেন এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলাদের হার বেড়েছে ১৪.৯ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১২.৯ শতাংশ, যা মহিলাদের চাইতে দু'শতাংশ কম। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলেও শিশু কন্যার সংখ্যা কিন্তু কমেছে।

৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৯২ জন কমেছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে কমেছে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার। কোলকাতায় কিন্তু মহিলাদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৯০৮ জন। দার্জিলিং জেলায় অবশ্য মহিলাদের অনুপাত ভাল বলা যেতে পারে। এখানে হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৯৭০ জন। এর পরেই পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ার স্থান।

কাজ না পাওয়া মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে জনগণনায়। বছরে টানা ৬ মাস কাজ থাকে, এমন মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে জনগণনায় দাবী করা হয়েছে। মানুষের হাতে কাজ না থাকার অর্থই হল দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসান না হওয়া। অথচ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের (এম ডি জি) প্রথম লক্ষ্যই হল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসান ঘটানো। যে হারে মানুষের কাজ কমছে তাতে কি আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যোগ সফল হবে?

ডায়েরিয়া প্রতিরোধে দেশি টিকা

বার্তা প্রতিনিধি: জলের মত পায়খানা, বমি, জ্বর। পায়খানা ও বমির দাপটে শরীর দ্রুত জনশূন্য হয়ে পড়ে। আর এই জলশূন্যতা থেকেই মৃত্যু। ভারতে বছরে অন্তত দেড় লক্ষ শিশু এই রোগের আক্রমণে মারা যায়। গ্রামেই এই রোগে মৃত্যু হার বেশি। শহরে হাসপাতাল, নার্সিংহোম সহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা কাছাকাছি থাকায় এই অবস্থায় দ্রুত স্যালাইনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামে এই ব্যবস্থা মানুষের নাগালের বাইরে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের দূরত্বের চেয়েও বড় কথা হল, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। মানুষকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে ওষুধপত্র, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল যেমন জরুরী তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ হল, কত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা পরিষেবা পাবার জন্য সেখানে পৌঁছানো যায়।

ভারতের যে সমস্ত শিশুরা ডায়েরিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় তার মধ্যে ৫০ শতাংশের পেছনে রয়েছে রোটাভাইরাস নামে বিশেষ একটি ভাইরাস। এই ভাইরাসের বিদেশী প্রতিষেধক টিকা বাজারে থাকলেও তার চড়া দামের কারণে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এবার দেশীয় প্রতিষেধক টিকা বাজারে চলে আসায় রোটা ভাইরাস ঘটিত ডায়েরিয়ার হাত থেকে অনেক শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে। দিল্লি, পুণে ও ভেলোরের ৬৭৯৯ জন শিশুর উপর প্রতিষেধকটি প্রয়োগ করে চূড়ান্ত ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। বাচ্চাদের উপর এই টিকা প্রয়োগ করার পর কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। কিন্তু তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যায়নি বলে মন্ত্রকের অভিমত। ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেলের ছাড়পত্র পাওয়ার পর জুলাই মাস নাগাদ এই টিকা বাজারে ছাড়া হবে বলে আশা করা যায়।

টিকার দাম: দেশজ প্রতিষেধক রোটাভ্যাকের এক ডোজের দাম পড়বে ৫০ টাকা। অথচ এখন যে বিদেশি রোটাভাইরাসের টিকা বাজারে পাওয়া যায় তার একটা ডোজের দাম পড়ে প্রায় দু'হাজার টাকা। মন্ত্রকের মতে, প্রতিটি শিশুকে ৬,১০ ও ১৪ সপ্তাহ বয়সে এই টিকা পালস পোলিওর মত খাওয়ালে প্রতিরোধ করা যাবে রোটা ভাইরাস জনিত ডায়েরিয়া।

প্রশিক্ষণান্তে স্বনির্ভর মহিলাদের উদ্যোগ

নাসিরুদ্দিন গাজী: পুরুলিয়া জেলার বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৯০ জন মহিলাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে ধূপকাঠি তৈরি ও বিক্রির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে ধূপকাঠি তৈরির উপকরণ, পদ্ধতি, সেন্ট লাগানো, প্যাকেটে ভরা, বাজার ধরা প্রভৃতি শেখানো হয়। প্রথম ভাগের প্রশিক্ষণ পর্ব 'দিশা' প্রজেক্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাগৃহে। ধূপকাঠি তৈরি ও বিক্রি সংক্রান্ত প্রথম গ্রুপের দায়িত্বে ছিল লোক কল্যাণ পরিষদ। দ্বিতীয় গ্রুপের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিল বালিতোড়া জননী সংঘ। দু'টি গ্রুপকেই তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ধূপকাঠির ব্যবসায় খুব একটা বেশি পুঁজির দরকার হয় না। ৫০০ টাকার উপকরণ কিনলে যা ধূপকাঠি তৈরি হবে তা বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ হয়। বাকুলিয়ার শুভা মুদি, কমলা মুদি, পুষ্প মন্ডল, বালিতোড়ার মধুমিতা মন্ডল, পদ্ম মন্ডল, ববিতা কর্মকার, পারুল মিত্র, সুনুড়ীর রুম্পা বাউরী, চৈতালী রায়, শুক্লা সিং, দুমদুমির দুলালি হেমব্রমরা ব্যবসা শুরু করেছেন। বালিতোড়া জননী সংঘের ১৫ জন সদস্যাও যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছেন। আপাতত: প্রতিবেশীরাই খদ্দের। প্যাকেট করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা কিনে নিচ্ছেন। চৈতালী রায় বলেন, বাজারে যে ধূপকাঠি পাওয়া যায় তাতে যত কাঠি থাকে তার থেকে বেশি কাঠি থাকে আমাদের প্যাকেটে। সেন্টও যথেষ্ট ভালো। এই এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ধূপকাঠির ব্যবসা সাড়া ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ সি সি লিমিটেড এর সৈকত রায় বলেন, ধূপকাঠির ব্যবসা করে গরীব মহিলারা দু'পয়সা রোজগার করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে শিখুক, এটাই 'দিশা' প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দু'য়ের পাতার পর

ওয়েবেন সমীক্ষা

বাঁকুড়া জেলার ৩টি ব্লক - ইন্দাস, পাত্রসায়র ও ছাতনার ৪ টি গ্রামে ৩৪ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২০ টি ব্লক - এগরা-১, এগরা-২, ভগবানপুর-১, ভগবানপুর-২, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম ১, নন্দীগ্রাম ২, দেশপ্রাণ, রামনগর-১, রামনগর-২, কাঁথি-১, কাঁথি-৩, খেজুরী-১, খেজুরী-২, নন্দকুমার, ময়না, পাঁশকুড়া, চন্ডীপুর, মহিষাদল, তমলুকের ৭২ টি গ্রামে ১৬৭ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। মালদহ জেলার ৫ টি ব্লকে - কালিয়াচক, ইংলিশ বাজার, ওল্ড মালদহ, কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২ এ প্রচারের সময় ১৬ টি গ্রামের ৯৬ জন শিশুকে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে ৮৪ জনের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং ১২ জন শিশুর বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। বর্ধমান জেলার ৫টি ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামে প্রচারের সময় ১১ টিতে ৫৪ জন স্কুল ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ৪টি গ্রামে কোন স্কুল ছুট শিশু নেই। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের 'রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি এন্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস ২০১২'র ৫ নং রুল অনুযায়ী সার্কেল রিসোর্স সেন্টারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিশুদের জন্ম থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তথ্য রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা, কিন্তু কাজটি যে যথাযথভাবে হচ্ছে না তা স্কুল ছুট শিশুদের সংখ্যা থেকেই পরিস্কার।

গ্রাম স্তরে শিক্ষার অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলে পরিকাঠামোগত বেশ কিছু ত্রুটিও ওয়েবেনের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। যেমন -

√ এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে।
√ আইনে উল্লিখিত পরিকাঠামো অধিকাংশ বিদ্যালয়েই গড়ে ওঠেনি।
√ শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনি।
√ বেশ কিছু বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।
√ ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শৌচাগার নেই।
√ গ্রন্থাগার নেই, খেলার মাঠ নেই, স্কুলের চারিদিকে প্রাচীর নেই।

'শিশু শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯',২০১০ এর ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী হওয়ার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেলেও শিশু শিক্ষায় উন্নতির কোন লক্ষণ এখনও সুস্পষ্ঠভাবে চোখে পড়েনি। শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিদ্যালয়গুলির পাওয়ার কথা সেগুলি এখনও পর্যন্ত চালু করা হয়নি। বিদ্যালয় স্তরে, রাজ্য স্তরে নিয়মাবলীর কোনও কাজ হয়নি। নানা অব্যবস্থার শিকার হয়ে বিপর্যস্ত হচ্ছে 'শিশু শিক্ষার মৌলিক অধিকার।' তথ্যসূত্র 'সমপথ' জানু-ফেব্রু, ২০১৩

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সম্মান বাড়ল গৃহবধূদের

বার্তা প্রতিনিধি: পণ না দেওয়ায় বাড়ীর বৌ এর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাড়ীর বৌদের ঝিয়ের মত খাটানো, বৌদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা প্রভৃতি সম্মান হানিকর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সম্প্রতি বধূ নির্যাতনের এক ঘটনায় বিচারপতি কে এস রাধাকৃষ্ণণ ও দীপক মিশ্রের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ হল, যেভাবে একের পর এক বধূ হত্যার ঘটনা ঘটছে, তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে সেটা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার এবং উদ্বেগের বিষয়। বধূ নির্যাতনের দায়ে এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে 'গৃহবধূরা পরিবারেরই সদস্য, তারা বাড়ীর ঝি চাকর নন। তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখাতে হবে। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং যত্ন করতে হবে। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বিয়ের বন্ধনের গুরুত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্বশুরবাড়ীতে গৃহবধূরা যথাযথ সম্মান পেলে সেই বাড়ীর লোকেদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ে।

ফড়ে নির্দেশ

বার্তা প্রতিনিধি: *চাষীদের কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য করছে ফড়েরা। এমন কি তাদের ঠিক করা দামে ফসল না বেচলে মারধর করা হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের স্বরূপনগরের চাতরা হাটে চাষীরা ১০ টাকা কেজি দরে পটল বিক্রি করতে চাইলে ফড়েদের বাধায় ৫ টাকা কিলো দরে বেচতে বাধ্য হন। অভিযোগ পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।*

হলুদ চাষে আয় বাড়ান

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে এমন বাড়ী নেই যেখানে হলুদ ব্যবহার হয় না। হলুদ বাদ দিয়ে রান্নার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। দাম যতই বাড়ুক না কেন? বেশ কয়েক বছর ধরে হলুদের দাম আকাশ ছোঁয়া। রান্না ছাড়াও হলুদ থেকে তৈরি আয়ূর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। রং শিল্পে এবং সুগন্ধি দ্রব্যের কাঁচামাল হিসাবেও হলুদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই চাষীরা হলুদ চাষের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হতে পারেন। আমাদের দেশে ব্যবসা ভিত্তিক হলুদের ব্যাপক চাষ হয় অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও কেরালায়। ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টন হলুদ উৎপন্ন হয়।

হলুদ চাষের উপযোগী মাটি ও জলবায়ু: লংকা, কচু, পেঁয়াজ, বেগুন, ভুট্টা প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্র ফসল হিসেবে হলুদ চাষ করা যায়। দোঁয়াশ মাটিতে হলুদ চাষ সব থেকে ভাল হয়। তবে যে কোন উঁচু জমিতে হলুদ চাষ ভাল হয়। উষ্ণ আবহাওয়া হলুদের পক্ষে উপযুক্ত।

বিভিন্ন জাতের হলুদ: পাটনাই, সুবর্ণ, সুগুণা, সুদর্শনা, সুগন্ধম, বি এস আর ১, রোমা, আলেপ্পি, অমলাপুরম, কো১, কৃষ্ণা প্রভৃতি জাতের হলুদ খুব ভালো ফলন দেয়। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে হলুদ লাগাতে হবে। প্রতি সারিতে ১৫ সে:মি: দূরত্বে বীজ বসাতে হবে। হলুদ কান্ডহীন এবং বহু বর্ষজীবী গাছ। মাটির নীচে কন্দটুকুই হল আসল ফসল। এক বিঘা জমিতে হলুদ চাষ করতে দু'কুইন্টাল বীজ প্রয়োজন।

পরিচর্যা: বিঘা প্রতি ৭ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৫০ কেজি মিউরেট অফ পটাশ কন্দ লাগাবার আগে মাটির সঙ্গে ঝুরঝুরে করে মিশিয়ে দিতে হবে। কন্দ লাগাবার পর যে কোন আচ্ছাদন দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে। চারা বের হবার ৪০/৪৫ দিন পর আগাছা তুলে দিতে হবে। এক মাস অন্তর বিঘা প্রতি ৭ কেজি ইউরিয়া চাপান হিসাবে দু'বার দিতে হবে। দ্বিতীয় চাপানে ১৬/১৭ কেজি মিউরেট অফ পটাশ দিতে হবে। কন্দ পচা রোগে কপার অক্সিক্লোরাইড ০.২ শতাংশ প্রয়োগ করতে হবে। ম্যানকোজের ০.২৫ শতাংশ প্রতি মাসে একবার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

বর্ষায় আম মেলা

বার্তা প্রতিনিধি: *বর্ষায় ইলিশ উৎসবের কথা সবার জানা। অনেক ভ্রমন সংস্থাই গঙ্গাবক্ষে আয়োজন করে ইলিশ উৎসবের। এবার ময়দানে ১৭ জুন থেকে রাজ্য উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে এক সপ্তাহের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'আম মেলা'। 'কহিতুর', 'চম্পা', আনারখোসার মত দুর্লভ প্রজাতির আমের পসরা সাজিয়ে বসবেন বিভিন্ন জেলার আম চাষী সমিতির সদস্যরা। মানুষ যাতে সুলভ মূল্যে এধরনের দুর্লভ আমের স্বাদ পেতে পারেন সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত সাহা। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে এবছর আমের ফলন যথেষ্ট ভাল। এ বছর আম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সাত লক্ষ মেট্রিক টন যা গত বছরের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। এদিকে এবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজধানীর দিল্লি হাট ও বঙ্গ ভবনে আম বিক্রি হবে। আমের রসের স্বাদে উপভোগ করতে করতে মনে পড়ে যাবে সেই পুরোনো দিনের কবিতা - 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে, হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।'*

পেয়াঁজ চাষে রাজ্যের আগ্রহ বাড়ছে

বার্তা প্রতিনিধি: পেয়াঁজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য। উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের আটটি জেলায় বর্ষাতি পেয়াঁজের চাষ শুরু হতে চলেছে। পেয়াঁজ চাষের জন্য বীজতলা তৈরি, সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রম খাতে বিঘা প্রতি ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিশেষ অনুদান দেওয়া হবে চাষীদের। বর্তমানে রাজ্যে পেয়াঁজের চাহিদা ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার মেট্রিক টনের কিছু বেশি। রাজ্যে উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩ হাজার মেট্রিক টনের কাছাকাছি। ঘাটতি পূরণের জন্য মহরাষ্ট্র, কর্ণাটক থেকে বেশি দামে পেয়াঁজ কিনতে হয়। তাই এক্ষেত্রে পেয়াঁজের চাষ বাড়ানো চাষীদের ক্ষেত্রেও লাভজনক হতে পারে। বর্ষায় চাষের জন্য মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে 'এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড' জাতের পেয়াঁজের বীজ আনা হচ্ছে। প্রথম দফায় উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বর্ষাতি পেয়াঁজের চাষ শুরু করা হবে।

মাছ চাষে কৃষির উৎসাহ

বার্তা প্রতিনিধি: ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি এবার মাছ চাষেও উৎসাহ দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। রাজ্য কৃষি দপ্তরের অধীনে যেসব পুকুর আছে আপাতত: সেগুলিতেই সব ধরনের মিন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এধরনের কাজে কৃষি দপ্তরকে সহযোগিতা করবে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। প্রথম দফায় ৩০৪টি পুকুরকে চিহ্নিত করে মে মাসের মধ্যেই মাছ চাষ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাছের মিন থেকে শুরু করে খাবার, ওষুধপত্র যা যা প্রয়োজন হবে মৎস্য দপ্তরের সাথে পরামর্শ করে সব কিছুই সরবরাহ করা হবে।

চারের পাতার পর...

প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা

পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট কর্মচারীগণ অনুসন্ধান করে নামের তালিকা প্রস্তুত করে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জমা দেবেন।

● গ্রাম সংসদ ভিত্তিক আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি অনুসন্ধানকৃত প্রতিবেদনগুলি এবং নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন।

● সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সহ আবেদনগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি পরীক্ষা করে অনুমোদন দেবে নতুবা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সংশোধনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাবে। প্রয়োজনবোধে পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো নামের তালিকার সত্যতা যাচাই করতে পারে।

● যোগ্য প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপকদের নাম উপভোক্তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকদের নিকট জমা দিতে হবে।

এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সমস্ত নথিপত্র জমা দিতে হবে।

(ক) সমাজ কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল আবেদনকারীকে তার আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। যদি আবেদনকারীর কাছে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রতিবন্ধী শংসাপত্র না থাকে, কিন্তু তার কাছে যদি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র থাকে, সেটি সে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে পারে।

(খ) আবেদনপত্রের সঙ্গে তার ব্যাংক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত কাগজপত্রের প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে।

(গ) আবেদনপত্রে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ছবি লাগাতে হবে।

(ঘ) বয়স সংক্রান্ত কোনও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধীকরণের শংসাপত্র/বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র/কোষ্ঠী বা ঠিকুজি/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্তৃক প্রদেয় বয়স সংক্রান্ত শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। এই প্রকল্পের আবেদনকারীদের নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে সুনির্দিষ্ট ছকে আবেদন জানাতে হবে।

আয়কর ছাড়:

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি যদি চাকরী করেন তাহলে তার আয় থেকে ৭৫,০০০ টাকা অবধি ছাড় আয়কর আইনে ৮০ ইউ ধারায় পেতে পারেন। যদি প্রতিবন্ধকতা ৮০ শতাংশের বেশি হয় সেক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। আবার কোনও ব্যক্তির যদি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়ে বা তার ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ থাকেন, সেক্ষেত্রে ওই কাজে ব্যয় করা অর্থ বাবদ ৭৫,০০০ টাকা অবধি ৮০ ডিডি ধারায় আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। যদি প্রতিবন্ধকতা ৮০ শতাংশের বেশি হয় সেক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনও বৃত্তিকর দিতে হয় না (অর্থ দপ্তরের আদেশনামা-৯৪১, এফ.টি. তাং-০৭/০৩/১৯৮১)।

ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট:

অটিস্টিক, মস্তিষ্কের অসাড়তা (সেরিব্রালপলসি), মানসিকভাবে অনগ্রসর (মেন্টাল রিটার্ডেশন) ও একাধিক অক্ষমতায় ভোগেন এমন ব্যক্তিদের সব ধরনের কল্যাণের জন্য এই আইন ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়েছিল। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫ তৈরি হওয়ার পর দেখা যাচ্ছিল একদল প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ এই আইনের সুযোগ নিতে পারছেন না। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর করে তোলা, সমাজে তার স্বীকৃতি দেওয়া, পরিবারের মধ্যে একজন পূর্ণ সদস্য হিসাবে আর সকলের মতোই সমান সুযোগ ও সমান অংশগ্রহণ করতে পারা এবং ওই ব্যক্তির বাবা-মার মৃত্যুর পর যত্ন ও নিরাপত্তার কোনও অসুবিধা না থাকা - এইসব কথা ভেবেই ৪ বছর পর ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট ১৯৯৯ রচিত হয়।

আইনি অভিভাবকত্ব:

সারা ভারতে এমন কোনও আইন নেই যার দ্বারা ১৮ বছর বয়সের বেশি বয়স হলে কারও অভিভাবক নিয়োগ করা যায়। একমাত্র ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্টই এর ব্যতিক্রম। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে-মেয়ের বয়স ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও তার মা বা বাবা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিটির আইনি অভিভাবক হতে পারেন। সাধারণ মানুষের ধারণা তার মা বা বাবাই অভিভাবক, তা কিন্তু নয়। ১৮ বছর হয়ে যাওয়ার পর মা, বাবা, দাদা কেউই অভিভাবক নয়। সেজন্যে আইনি অভিভাবক নিয়োগ করতে হবে। তাকে নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে। প্রতিটি জেলাতে একটি করে আঞ্চলিক স্তরের কমিটি আছে এবং ওই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জেলাশাসক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)। নির্ধারিত ফর্মে সেখানে দরখাস্ত করলে সত্যিই তার আইনি অভিভাবক লাগবে কি না, সেটা দেখে আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা যায়।

আইনি অভিভাবক হতে পারেন রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তি। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষটি মহিলা হলে এই অভিভাবকদের মধ্যে একজনকে মহিলা হতেই হবে। অথাৎ দু'জন করে অভিভাবক দেওয়া যেতে পারে। দু'জন অভিভাবক হয়তো মা ও বাবা হলেন, বাবার অবর্তমানে, মায়ের সঙ্গে দাদা যোগ দেবেন।কিন্তু যদি এরকম ঘটনা ঘটে বাবা অভিভাবক আছেন, কিন্তু মেয়েটির প্রতিবন্ধকতা আছে, তাহলে কিন্তু তার দিদি, তার অন্য কোনও আত্মীয়া আইনি অভিভাবকত্বের দায়িত্বে থাকবেন।

সৌজন্যে: 'যোজনা', এপ্রিল, ২০১৩

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত